ফিলিস্তিনের বুকে ইজরাইল

(উদার ফিলিস্তিনে জায়োনিস্ট বিশ্বাসঘাতকতা
ও দখলদারিত্বের পূর্বাপর ইতিহাস)

আসাদ পারভেজ

গার্ডিয়ান
পাবলিকেশনস

প্রকাশকের কথা

আশ্রিত মেহমান যখন আপনার বাড়িঘর দখল করে, তখন কেমন লাগে বলুন? ষড়যন্ত্রকারী অভিশপ্ত জাতি যখন যুগ যুগ ধরে একটি জনপদে জুলুম-নির্যাতনের স্টিমরোলার চালাতে থাকে, তখন কেমন লাগে বলুন? সারা দুনিয়ায় প্রত্যাখ্যাত ইহুদি জাতি আশ্রয় পেয়েছিল উদার ফিলিস্তিনের বুকে। সময়ের ব্যবধানে এই উদারতার মূল্য দিতে হলো। জন্ম থেকেই চক্রান্ত করতে অভ্যস্ত ইহুদি জাতি আশ্রয়দাতার পিঠে ছুড়ি চালিয়ে দিলো। নিজেদের মধ্যে সংঘাত, পেট্রো ডলারে অন্ধ মধ্যপ্রাচ্যের শাসকদের স্বভাবসুলভ উদাসীনতা আর ক্ষমতার নেশার সুযোগে সাম্রাজ্যবাদী পশ্চিমাশক্তির প্রত্যক্ষ মদদে অভিশপ্ত ইহুদি জাতি খুঁটি গেঁড়ে বসেছিল শান্তির আবাসভূমি ফিলিস্তিনের জমিনে। সময়ের ব্যবধানে যাযাবর ইহুদিরা উচ্ছেদ করতে শুরু করল তাদের, যারা একদিন তাদের তাঁবু তৈরি করে দিয়েছিল। পৃথিবী অবাক চোখে এই বিশ্বাসঘাতকতা দেখতে পেল। তবুও মুক্তি নেশায় খুন, রক্ত, শাহাদাতের মিছিল নিয়েই ছুটে চলছে মুক্তিকামী ফিলিস্তিনিরা।

সাড়ে পাঁচ হাজার কিলোমিটার দূরের ফিলিস্তিন ভূমি এই উপমহাদেশের কোটি কোটি বিশ্বাসী মানুষের কাছে অনেক আবেগের জায়গা। দখলদার ইজরাইলিদের জঘন্য নির্যাতনের আঘাত এত দূরে বসে আমরাও টের পাই, কষ্ট পাই। রাব্বুল আলামিনের বিশাল দরবারে কায়মনোবাক্যে ফিলিস্তিনের স্বাধীনতার আর্জি পেশ করি।

'ফিলিস্তিনের বুকে ইজরাইল' গ্রন্থে তরুণ লেখক ও গবেষক আসাদ পারভেজ মজলুম জনপদ ফিলিস্তিনের আদ্যোপ্রান্ত তুলে এনেছেন। শুধু আবেগ নয়; ফিলিস্তিন সংকট নিয়ে আমাদের সুনির্দিষ্ট বোঝাপড়া থাকা উচিত। কীভাবে ফিলিস্তিনের বুকে ইজরাইলি দখলদারিত্ব প্রতিষ্ঠিত হলো, কীভাবে শাসকশ্রেণি শোষিত হতে শুরু করল, তার পূর্ণাঙ্গ বর্ণনা এই গ্রন্থে পাবেন ইনশাআল্লাহ।

সম্মানিত লেখকের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ। এই গ্রন্থের নির্মাণ প্রক্রিয়ার জড়িত প্রত্যেককে ধন্যবাদ জানাই। ফিলিস্তিন ইস্যুতে সমৃদ্ধ জ্ঞান অর্জনে বইটি সহায়ক হবে বলে প্রত্যাশা করছি।
আজ হোক, কাল হোক– ফিলিস্তিন মুক্ত হবেই হবে ইনশাআল্লাহ।

নূর মোহাম্মাদ আবু তাহের
২৫ জুলাই, ২০১৯
বাংলাবাজার, ঢাকা।

শুরুর কথা

কলেজ জীবনের শুরু থেকেই পাঠ্যপুস্তকের বাইরের বই পড়ার অভ্যাস। সময়ের পরিক্রমায় অভ্যাসটা কখন যে রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক ভূ-রাজনীতি ও ইতিহাস অধ্যয়নে স্থায়ী রূপ নেয়– তা আমার অজানাই থেকে যায়। ব্যক্তিগত অনুসন্ধিৎসার প্রয়োজনীয়তা পূরণের তাগিদে আল্লাহ প্রদত্ত ধর্মগুলো সম্পর্কে বিশদভাবে জানার আগ্রহ জন্মায়। বর্তমান পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত একত্ববাদী ধর্ম তিনটি। তিনটি ধর্মেরই জাতির পিতা ইবরাহিম (আ.)। এই তিনটি ধর্মকে (ইসলাম, খ্রিষ্টান ও ইহুদি) বলা হয় 'ইবরাহিমি ধর্ম'। গত দুই হাজার বছর ধরে পৃথিবীতে অধিকাংশ ধর্মীয় সংঘর্ষ অভ্যন্তরীণভাবে এই তিন ধর্মের মধ্যেই সংঘঠিত হয়েছে। আর এসব সংঘর্ষের কেন্দ্রবিন্দু পবিত্র নগরী 'জেরুজালেম'। জেরুজালেমের ইতিহাস যেন পৃথিবীরই ইতিহাস। একসময় জেরুজালেমকে তামাম দুনিয়ার কেন্দ্রবিন্দু মনে করা হতো। অতীতের যেকোনো সময়ের চেয়ে ধর্মগুলোর আন্তঃসম্পর্ক চরম বাজে অবস্থায় এবং অব্যাহতভাবে সংঘর্ষ চলমান।

ইবরাহিম (আ.), দাউদ (আ.), মুসা (আ.), ঈসা (আ.) এবং মুহাম্মদ (সা.)সহ অসংখ্য নবি এই নগরীর পাথর মাড়িয়েছেন। জেরুজালেমের আল-আকসা মসজিদে মিরাজের সময় হজরত মুহাম্মদ (সা.) নবিদের নামাজের ইমামতি করেন। এই মসজিদকে কেন্দ্র করে ফিলিস্তিন রাষ্ট্র মুসলিম জাতির নিকট পবিত্র ভূমি। ইহুদিদের দেবতা জিহোভার গৃহ কিংবা সোলায়মান (আ.)-এর ইবাদতগৃহের ধ্বংসপ্রাপ্ত কান্নার দেয়ালকে কেন্দ্র করে জেরুজালেম ইহুদিদের নিকট প্রতিশ্রুত ভূমি। যিশু বা ঈসা (আ.)-এর জন্মস্থান বেথেলহাম, থাকার ঠিকানা নাজারেথ, সর্বোপরি বর্ণময় জীবন কাটিয়েছেন ক্যালভারি পর্বতে। যিশুর জন্মস্থানের খ্রিষ্টান উপাসনাঘর এবং সমাধিস্থলের গির্জাকে কেন্দ্র করে খ্রিষ্টান সমাজে জেরুজালেম পুণ্যভূমি। ইবরাহিমি তিনটি ধর্মের প্রত্যেকটির কাছেই ফিলিস্তিন নিজ নিজ রাষ্ট্র হিসেবে বিবেচিত। প্রত্যেক ধর্মের নিকট এটি পবিত্র, ঐতিহ্য এবং অস্তিত্বের নগরী। বহু ধর্মীয় গোষ্ঠীর অবাধ পদচারণায় মুখরিত এই জনপদ তাই সকল ধর্মীয় গোষ্ঠীই মনে করে- এই জনপদ শুধুই তাদের। প্রত্যেকেই এই জনপদকে ভালোবাসেন। ফলত এই জনপদ নিয়ে কেউ ন্যূনতম ছাড় দিতে রাজি নন।

ইসলাম ও খ্রিষ্টধর্মে অনুসারীর সংখ্যা সময়ের সাথে দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পেতে থাকলেও ইহুদিদের সংখ্যা একটি নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে থেকে যায়। ফলে ইহুদি জনগোষ্ঠীকে অনেকেই নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠী বলে। ইহুদি গোষ্ঠীর নিয়ন্ত্রণে তামাম দুনিয়ার ক্ষমতা। গত বিংশ শতাব্দী থেকে আজ অবধি ৭৩০ কোটি মনুষ্য সমাজকে বিচলিত করে তুলেছে ইহুদি গোষ্ঠী।

যুক্তরাষ্ট্র থেকে ফিলিস্তিন, আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে বিশ্ব প্রচারমাধ্যম, সমরাস্ত্র থেকে প্রযুক্তি– সবক্ষেত্রে ইহুদিদের নিয়ন্ত্রণ এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে, যা ইতিহাসে বিরল। মধ্যপ্রাচ্য মুসলিম সমাজের প্রাণকেন্দ্র। মধ্যপ্রাচ্যে অর্ধশত কোটির ওপরে মুসলমানদের বসবাস। দুনিয়ার দু-চারটি দেশ ব্যতীত সকল দেশে প্রায় ১৮০ কোটি মুসলমানদের বসবাস। বিপরীতে ইহুদির বসবাস মাত্র এক কোটি বিশ লাখ। তারাই খ্রিষ্টান জাতির সহযোগিতা নিয়ে মধ্যপ্রাচ্যকে বিশ্বের সবচেয়ে বিস্ফোরণোন্মুখ ও দীর্ঘ রণক্ষেত্রে পরিণত করেছে, যার স্ফুলিঙ্গ তামাম দুনিয়ায় বিরাজমান।

মুসলিম বিশ্বে তথাকথিত সন্ত্রাসের উত্থান কেন এবং তার পেছনে নেপথ্যের নিয়ামক শক্তির ধারক ও নায়ক কারা– মুসলিম জাতির তা জানা প্রয়োজন। খ্রিষ্টান ও ইহুদি লবি কীভাবে মুসলিম সাম্রাজ্য বিলুপ্তির পেছনে কাজ করে, তা অবগত না হতে পারলে মুসলিম জাতির চলার পথ কঠিন হতেই থাকবে। কেন আজ নিজ ভূমিতে পরাধীন ফিলিস্তিনের মজলুম বনি আদম? উত্তর জানা জরুরি।

আমি বর্তমান ও ভবিষ্যতের প্রয়োজনে সমৃদ্ধ ইতিহাসের তথ্যগুলোকে সংযোজিত করেছি। তথ্যসন্ধানী কোনো একজনের জ্ঞানার্জনেও এই গ্রন্থ সহায়ক বলে বিবেচিত হলে নিজের কাছে নিজেকে গর্বিত অনুভব করব। বেশ কয়েকটি বই, আন্তর্জাতিক জার্নাল, ওয়েবসাইট, আন্তর্জাতিক মিডিয়া, দেশীয় প্রচারমাধ্যম– সবকিছু একত্রিত করে নিজ গবেষণা থেকে নির্ভুলযোগ্য তথ্য-উপাত্ত নিয়ে '*ফিলিস্তিনের বুকে ইজরাইল*' গ্রন্থ সাজানোর চেষ্টা করেছি।

সময়ের আলোচিত প্রকাশনা সংস্থা 'গার্ডিয়ান পাবলিকেশন্স' বইটি প্রকাশের দায়িত্ব নেওয়ায় আমি কৃতজ্ঞ। গার্ডিয়ান টিম বইটি নিয়ে অনেক পরিশ্রম করেছে, সম্ভাব্য সর্বোচ্চ মান নিশ্চিত করার চেষ্টা করেছে। মহান আল্লাহ তাদের অক্লান্ত পরিশ্রমকে বরকত হিসেবে কবুল করুন।

বইটি পাঠকদের তথ্য-সমুদ্রে একফোঁটা জল এনে দিক।

আসাদ পারভেজ
ওয়ারি, ঢাকা।
২৫ জুন, ২০১৯

সূচিপত্র

জেরুজালেম : ইতিহাস যেখানে আবর্তিত হয়	১১
ফিলিস্তিন ভূখণ্ড : ইহুদিদের ভ্রান্ত দাবি	২৬
ইহুদি ধর্ম	৩২
ফিলিস্তিনে নবি ও রাজাদের আগমন	৩৭
ঈসা (আ.) ও ফিলিস্তিন	৫২
ফিলিস্তিনে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর আগমণ	৬০
চার খলিফার শাসনামলে জেরুজালেম	৬২
উমাইয়া খিলাফতের অধীনে ফিলিস্তিন	৬৬
আব্বাসীয় খিলাফতের অধীনে ফিলিস্তিন	৭৯
ফাতিমীয় খিলাফতের অধীনে ফিলিস্তিন	৭০
ক্রুসেড	৭৪
আইয়ুবীয় সালতানাতের অধীনে ফিলিস্তিন	৮২
মামলুক সালতানাতের অধীনে ফিলিস্তিন	৯৩
উসমানীয় খিলাফতে ফিলিস্তিন	১০০
প্রথম বিশ্বযুদ্ধ : ফিলিস্তিনের বুকে ইজরাইল	১২৫
মিশর ও জেরুজালেম	২০৮
হামাস ও ফাতাহ	২৮১

জেরুজালেম : ইতিহাস যেখানে আবর্তিত হয়

বুকে ধূসর পাহাড়ের মালা। দেহে অসংখ্য খেঁজুর গাছ। দিগন্ত জুড়ে ঢেউ তোলা বালুরাশি আর কতক মানব সন্তান। এ নিয়েই প্রায় পাঁচ হাজার বছর পূর্বে জেরুজালেমকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠে এক কালজয়ী রাজ্য 'ফিলিস্তিন'। কেন্দ্র জেরুজালেম তার রাজধানি।

সভ্যতার আদিলগ্নে জেরুজালেম ছিল একটি মরুশহর। 'জেরুজালেম' নামটির মধ্যেই লুকিয়ে আছে অনেক ইতিহাস, ঐতিহ্য, বীরত্ব ও উত্থান-পতনের প্রতিচ্ছবি। লুকিয়ে আছে ধর্মীয় আবেদনে ভরপুর প্রাচীন জনপদের হাজারো বছরের কথামালা। এই প্রাচীন মরুশহরকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছিল পৃথিবীর তিনটি বিশ্বাসের রূপরেখা; ইহুদি, খ্রিষ্টান এবং মুসলিম বিশ্বাস। আজকের ফিলিস্তিন ও ইজরাইল রাষ্ট্র নিয়ে বিশ্বময় যে দুই মেরুভিত্তিক সংঘাত, হানাহানি ও যুদ্ধ– তা মূলত এই মরু শহর জেরুজালেমকে কেন্দ্র করেই। একদা শান্তির আবাসভূমি জেরুজালেম আজ নিত্য রক্তের বীভৎস খেলায় মত্ত।

বর্তমানে ১২৫ বর্গ কি. মি. আয়তনের পবিত্র ভূখণ্ড জেরুজালেম সমুদ্রকোল থেকে প্রায় ২৫০০ ফুট উঁচুতে অবস্থিত। অবশ্য পূর্বদিকের অলিভস পর্বতের উচ্চতা প্রায় ২৭২৪ ফুট। দণ্ডায়মান খাড়া দুই পাহাড়ের মাঝখানে অবস্থিত এই মরু শহর। গ্রিনউইচ শহরের মধ্যরেখা থেকে ৩৫°/১৮/৩৫ পূর্ব দ্রাঘিমাংশ এবং ৩১°/৪৬/৩৫ উত্তর অক্ষাংশে পবিত্র ভূখণ্ডের অবস্থান। যে স্থানের জন্য জেরুজালেম পৃথিবীতে পবিত্রতর স্থান বলে সুপরিচিত, তার নাম 'কেনান'। পরে এর নাম হয় জুডিয়া বা জুডা, তারপর ফিলিস্তিন। সর্বশেষ হাল আমলে এসে এই ভূখণ্ডরই একটা অংশ নিয়ে মানবজাতির বিষফোঁড়া হয়ে আত্মপ্রকাশ করে 'ইজরাইল' নামক একটি রাষ্ট্র। মধ্যপ্রাচ্যের এই পবিত্রতর ভূখণ্ডের আরও একটা নাম আছে– বিবলিকেল হলি ল্যান্ড।[১]

---

১. ড. সুব্রত কুমার চট্টোপাধ্যায়, জেরুজালেম, তুমি কার?, জ্ঞানপীঠ পাবলিকেশন, কোলকাতা, পৃ.১৫২, ১৫৩ ও ১৬০।

এই সব কয়টি নামের নিজস্ব সভ্যতা ও ধর্মকেন্দ্রিক ইতিহাস রয়েছে। তবে কেনান নামটি অতি পুরাতন। এই নামটির ইংরেজি বানান Channan হলেও প্রচলিত বানানটি হচ্ছে Canaan।

নিকট অতীতে পশ্চিম জেরুজালেমে গড়ে উঠেছে অতি আধুনিক ঘরবাড়ি, রাস্তাঘাট ও কলকারখানা। যাযাবর অবস্থায় থাকা ইহুদিদের একটি অংশ মোটা অঙ্কের টাকা রোজগার করে। সে টাকায় জেরুজালেমের হাজার বছরের চেহারাকে অভিবাসী ইহুদিরা চকচকে আর কেতাদুরস্ত করে তুলেছে।

আদিবাসী ও নিরীহ মুসলমান সন্তানদের বসবাস পূর্ব জেরুজালেমের প্রচীরঘেরা ধূসর, বিবর্ণ, আতুড় ঘরের মতো। এই চেহারার কোলে অবস্থান করছে মুসা (আ.)-এর সমাধি, প্রার্থনাগার ও নবিজির স্মৃতি বিজড়িত হারাম-আল শরিফ। যেখানে অবস্থিত হায়েতুল বুরাক বা বোরাকের দেয়াল। এই দেয়ালটিকে ইহুদিরা বলে– কান্নার দেয়াল। রয়েছে সোনালি গুম্বুজওয়ালা কুব্বাতুস সাখরা মসজিদ বা ডোম অব দ্যা রক। এ ছাড়া ইসলামের তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ মসজিদ বাইতুল মুকাদ্দাস, যা আল আকসা নামে পরিচিত।

পূর্ব জেরুজালেমের উত্তর-পশ্চিম দিকে রয়েছে খ্রিষ্টানদের বানানো যিশুর সমাধিগৃহ। মূলত যিশুর জীবনের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে সম্রাট কনস্টানটাইন এই সমাধিগৃহ নির্মাণ করেন।

সভ্যতার আদিতে জেরুজালেম

পৃথিবীর তিনটি ধর্মানুসারীদের এই পবিত্র ভূমির সঙ্গে মিশে আছে অনেক শিকড়ের ইতিহাস। বহুকাল পূর্বে আল্লাহপাক সত্য অস্বীকারকারীদের শাস্তি দিতে এক প্রলয়ংকারী মহাপ্লাবনের আয়োজন করেছিলেন। সে মহাপ্লাবনের করাল গ্রাসে ধ্বংস হয়েছিল সমস্ত মানবকুল। তবে বেঁচে গিয়েছিল কেবল নুহ[২] (আ.) ও তাঁর নৌকার সওয়ারিগণ। এর মাঝে আশিজন নারী-পুরষের সাথে নুহ (আ.)-এর (কিছু ঈমানদার) পরিজনবর্গও ছিল।

নুহ (আ.)-এর এক পুত্রের নাম ছিল হ্যাম। হ্যামের পুত্র কেনান। কেনান[৩]-এর বংশধরদের বলা হয় কেনানাইট। এই কেনানাইটরাই খ্রিষ্টপূর্ব ৪০০০ সালের দিকে ফিলিস্তিনে প্রথম বসতি স্থাপন করেন। তার নামানুসারেই ফিলিস্তিনের প্রাচীন নাম হয় কেনান।[৪] কেনান ছিল তৎকালীন সময়ে ভূমধ্যসাগরের ওই অঞ্চলে বসবাসকারী বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর প্রধান। এই ইতিহাসের সাথে মিশে আছে সেমিটিক জাতি থেকে আলাদা হয়ে হিব্রুদের নিজস্ব রাজ্য গড়ে তোলার কাহিনি।

---

২. ইহুদি ধর্মাবলম্বীদের নিকট তিনি নোয়ার।

৩. নুহ (আ.) এর কনিষ্ঠ পুত্র হ্যাম-এর কনিষ্ঠ পুত্র কেনান।

৪. এম এ কাউসার, মধ্যপ্রাচ্যের ইতিহাস (ঊনিশ ও বিশ শতক), বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনী, জুলাই ২০১২, পৃ. ১০২।

ইহুদিদের ওই সকল পূর্বপুরুষ, যাদের তারা ইজরাইলাইট বলে পরিচয় দেয়, তারা মিশর থেকে ফিলিস্তিনে ফেরার পথে (Exodus) জুডা ও বেঞ্জামিন নামক দুটো প্রধান গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে যায়। ইয়াকুব (আ.)-এর দ্বিতীয় স্ত্রী রাখেলের বড়ো সন্তান ইউসুফ (আ.)-এর পুত্র ছিল জুডা। কেনান রাজ্যের যে অংশে জুডার অনুগামীদের বসবাস, সেই অঞ্চলকে জুডিয়া (The Land of Judea, beyond Jordan) কিংবা জুডিয়া প্রদেশ (The Province of Judith) বলা হতো।[৫]

ফিলিস্তিন নামকরণ : ফিলিস্তিন শব্দটির উৎপত্তি হিব্রু শব্দ 'পেলেসেত' থেকে। যার অর্থ–ভূমধ্যসাগরের কোলঘেঁষা লম্বা-চওড়া এক ফালি কাপড়ের টুকরার মতো ছোট্ট উপতক্যা। বিপরীতে শব্দটির নীতিগত ব্যাখ্যা হলো– রাজা সলোমনের প্রাসাদ। প্যালেস শব্দটি সম্প্রসারিত হয়ে পেলেসেত বা প্যালেস্টাইন হয়। আরবি ফিলিস্তিনের গ্রিক নাম 'প্যালেস্টাইন'।

এ ছাড়া ইতিহাস থেকে আরও একটি ঘটনা জানা যায়– আজাই নামের এক ব্যক্তির পুত্রের নাম প্যালাল। জেরুজালেমের দেয়াল মেরামতের কাজে প্যালাল অর্থ ও জনবল দিয়ে নেহেমিয়া নামে জুডাগোষ্ঠীর এক মর্যাদাসম্পন্ন নেতাকে সাহায্য করেন। সময়ের স্রোতে প্যালাল শক্তিশালী হয়ে ওঠেন। দার্শনিকদের ধারণা, এই প্যালাল থেকেই ফিলিস্তিন শব্দের উৎপত্তি।[৬]

ঐতিহাসিক কেনান এলাকাটি সময়ের দাবিতে ফিলিস্তিন ও জুডা অতঃপর ফিলিস্তিন হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। আগে থেকেই ফিলিস্তিনে বসবাস করত স্থানীয় আদিবাসীরা। অপরদিকে খ্রিষ্টপূর্বে ১২৯০ সালে ইয়াকুবের বংশধরেরা নবি মুসা (আ.)-এর হাত ধরে কেনানের পার্শ্ববর্তী সিনাই পর্বতের পাদদেশে ৪০ বছর অবস্থান করেন। এরপরে জুডা তারা অংশে অভিবাসী হয়। খ্রিষ্টপূর্ব ৫৮৬ সালে জেরুজালেমের মহাপবিত্র ঘরটি ধ্বংস হওয়ার ইহুদিরা দিশেহারা হয়ে পড়ে। এ সময় জেরুজালেম এলাকাটি রোমানদের অধীনে ছিল। ৭০ সালে রোমান সম্রাটের প্রধান সেনাপতি পম্পের নির্দেশে ফিলিস্তিনে ধ্বংসযজ্ঞ চালানোর পর ইহুদিদের নির্বাসনে পাঠানো হয়। সেখানেও ইহুদিদের চরম বিশৃঙ্খলায় বিরক্ত হয়ে রোমনরা ১৩২-১৩৫ সালে তাদের কঠোরভাবে দমন করে। তখন এলাকাটিতে ইহুদিদের সংখ্যা শূন্যের কোঠায় চলে আসে। এরপর রোমানরা ফিলিস্তিন ও জুডা অঞ্চলকে এক নামে ডাকার সিদ্ধান্ত নেয়। তারা এর নাম রাখেন সিরিয়া ফিলিস্তিন। পরে শুধু ফিলিস্তিন নামে ডাকা হয়।

একমসয় ফিলিস্তিন প্রদেশকে রোমান সাম্রাজ্যের সাথে সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে সম্প্রসারিত হয়। মুসলিম শাসনাধীনে আরব বিজয়ীগণ প্রাচীন বাইজেন্টাইন প্রদেশের যে অঞ্চলে প্রশাসনিক ও সামরিক জেলা স্থাপন করেন, সে অঞ্চলকেই ফিলিস্তিন নামে অভিহিত করেন।

---

৫. Old Testament .

৬. ড. সুব্রত কুমার চট্টোপাধ্যায়, জেরুজালেম, তুমি কার? পৃ.১৫৫।

বর্তমান ফিলিস্তিনের সরকারি নাম দাওলাতু ফিলাসতিন। রাজধানী পূর্ব জেরুজালেম (ঘোষিত), প্রশাসনিক রামাল্লাহ, বৃহত্তম শহর গাজা ভূখণ্ড। ১৫ নভেম্বর ১৯৮৮ সালে ফিলিস্তিনের স্বাধীনতা ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে সর্বপ্রথম আলজেরিয়া স্বীকৃতি প্রদান করে। এরপর একে একে ওআইসিভুক্ত মুসলিম দেশগুলো স্বীকৃতি দেয়। ২৯ নভেম্বর ২০১২ সালে মার্কিন চাপ সত্ত্বেও জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ ১৩৮ ভোটে দেশটিকে (Observer entity) পর্যবেক্ষক রাষ্ট্রের পর্যায় থেকে 'Non-Member Observer State' পর্যায়ে স্বীকৃতিদান করে।

জাতিসংঘের এই প্রস্তাবনার মাধ্যমে ফিলিস্তিনকে মূলত একটি স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। এরই প্রেক্ষিতে জানুয়ারি ২০১৩ সালে 'Palestinian National Authority' নামের পরিবর্তে ফিলিস্তিন 'State of Palestine' নামে পরিচিত হতে থাকে। পরবর্তী সময়ে ২৭ সেপ্টেম্বর ২০১৩ সালে সংস্থাটির ১৯৩ সদস্যের মধ্যে ১৩৪ জন সদস্য (৬৯.৪%) ফিলিস্তনকে রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। পশ্চিম তীর ৫৮৫৫ বর্গ কি.মি., (মৃত সাগর ২২০ বর্গ কি.মি.) ও গাজা ভূখণ্ডের ৩৬৫ বর্গ কি.মি.[৭] মিলে বর্তমান ফিলিস্তিনের আয়তন ৬২২০ বর্গ কি.মি. (২৪০১.৫৬ বর্গ মাইল)। ১ জুলাই ২০১৩ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী জনসংখ্যা ৪৪ লাখ ২০ হাজার ৫৪৯, যার মধ্যে মুসলমানের সংখ্যা ৪৩ লাখ ১০ হাজার ৩৫। ২০১৩ সালের পরে আদমশুমারি না হলেও ২০১৬ সালে লোকসংখ্যা আনুমানিক ৪৮১৬৫০৩ জনে দাঁড়ায়। অপরদিকে বাংলাদেশে নিযুক্ত ফিলিস্তিন দূতাবাসের তথ্য অনুযায়ী দেশটির আয়তন ৬০২০ বর্গ কি.মি. এবং লোকসংখ্যা চার মিলিয়ন (পশ্চিম তীর ২.৫ মিলিয়ন ও গাজায় ১.৫ মিলিয়ন)।[৮]

মোটামুটিভাবে সামারিয়া, উপকূলীয় অঞ্চল ও জুডা নামক স্থান নিয়ে ফিলিস্তিন গঠিত। যার উত্তর দিকে কার্মেল পর্বত হতে দক্ষিণে গাজা পর্যন্ত বিস্তৃত। ফিলিস্তিনের বৃহত্তম অংশে মধ্যম ধরনের উচ্চতাসম্পন্ন পর্বতশ্রেণি রয়েছে। এগুলোর কোনো কোনোটির উচ্চতা ১ হাজার মিটারের বেশি। উত্তর দিকে সামারিয়ার পর্বতশ্রেণি, দক্ষিণ দিকে হেবরন পর্বতমালা এবং কেন্দ্রস্থলে জুডা পর্বতশ্রেণি। এ পর্বতশ্রেণির পশ্চিম দিকে উপকূলবর্তী সমতল ভূমিসংলগ্ন এবং পূর্ব দিকে বিস্তীর্ণ শুষ্ক ও তৃণাবৃত প্রান্তর পর্যন্ত প্রসারিত।

ফিলিস্তিনের কেবল নাবলুস শহরে নদী রয়েছে। জায়তুনের তেল, ছোটো আঞ্জির, খুরনুব, মুনাক্কা, বিভিন্ন ধরনের কাপড় ও সাবান, সেব, পনির, আয়না, আনারস, প্রদীপ, আরিহায় নীল, সুঁই, শ্বেত ও মর্মর পাথর ইত্যাদি নানা রপ্তানি পণ্য মুসলিম শাসনামল থেকেই ফিলিস্তিনকে সাম্রাজ্যের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রে পরিণত করেছিল।

---

[৭]. Palestinian Central Bureau of Statistics (Estimated Population in the Palestinian Territory Mid-Year by Governorate, 1997-2016).

[৮]. Ministry of Tourism and Antiquities; Jica (PSTP).

ফিলিস্তিনে প্রথম মানব বসতি : ফিলিস্তিনে প্রথম মানব বসতি শুরু হয়েছিল খ্রিষ্টপূর্ব ২৫০০ সালে সেমেটিক জাতির একটি শাখার মাধ্যমে। এই সেমিটিক জাতির শুরু হয়েছিল নুহ (আ.)-এর জোষ্ঠ্যপুত্র সেমের কাছ থেকে। এরাই সময়ে পরিক্রমায় পৃথিবীর উন্মুক্ত প্রান্তরে ছড়িয়ে পড়ে এবং বিভিন্ন ভাষা ও গোত্রে বিভক্ত হয়। যেমন : আরাবিক, অ্যামহারিক, জিউস, নিও-সিরিয়াকসহ আরও অনেক গোত্র।[৯] কোনো কোনো ইতিহাসবিদ এদের বেবিলনীয়, অ্যাসিরীয়, পারসিক, ফিনিসীয়, মিশরীয় ও হিব্রু জাতি হিসেবে পরিচয় দিয়েছেন। এরাই মধ্যপ্রাচ্যে হিব্রু সভ্যতা গড়ে তোলে।

নানান দেশে ফিলিস্তিনিরা[১০]

জর্ডান–২৮৩৯৬৩৯; লেবানন–৪২১২৯২; সিরিয়া–৪২২৬৯৯; মিশর–৬২৮৪৬; সৌদি আরব–৩১৪২২৬; কুয়েত ও উপসাগরীয় দেশ–১৬৬০৮৬, লিবিয়া এবং ইরাক–১১৭২৭৬; যুক্তরাষ্ট্র–২৩৮৭২১; অন্যান্য আরব দেশ–৬৬২১; অন্যান্য দেশসমূহ–৩০৩৯৮৭; পশ্চিম তীর–২৫১৭০৪৭; গাজা স্ট্রিপ–১৪৯৯৩৬৯; ইজরাইল (১৯৬৭ সালের পূর্বে)–১৪১৬৩০০; ঐতিহাসিক ফিলিস্তিনের অভ্যন্তরে–৫৪৩২৭১৬; ঐতিহাসিক ফিলিস্তিনের বাইরে–৪৫০২২৩৬; বিশ্বে মোট ফিলিস্তিনিদের সংখ্যা–৯৯৩৪৯৫২।

ইজরাইল নামকরণ

ফিলিস্তিন ভূখণ্ডে ইজরাইল শব্দটি আনুষ্ঠানিকভাবে আত্মপ্রকাশ করে ১৯৪৮ সালে। তবে ঐতিহাসিকভাবে জানা যায়, ইসহাক (আ.) বা আইজাকের কনিষ্ঠ পুত্র জাকোব বা ইয়াকুব (আ.)-এর স্রষ্টার পক্ষ থেকে নাম ছিল 'ইসরাইল'। পবিত্র কুরআনে বনি ইসরাইল নামে একটি সূরা রয়েছে, যেখানে ইয়াকুব (আ.)-এর বংশধরদের ব্যাপারে বলা হয়েছে। প্রথম স্ত্রী লাইয়্যা বিনতে লাইয়্যানের মৃত্যুর পর ইয়াকুব (আ.) রাহেলকে বিয়ে করেন। ছোটো ছেলে বেনিয়ামিনের জন্মের সময় তিনিও মারা যান। পরবর্তী সময়ে স্ত্রীদের দুই দাসীকেও তিনি বিয়ে করেন। এতে করে তাঁর মোট স্ত্রীর সংখ্যা হয় চারজন।

ইয়াকুব (আ.)-এর চার স্ত্রীর ঘরে বারোজন পুত্র ও কয়েকজন কন্যা সন্তানের জন্ম হয়। মেয়েদের মধ্যে শুধু একজনের নাম পাওয়া যায়।[১১] হিব্রু বাইবেল অনুসারে তাঁর বারো ছেলের নাম : রেইবেন, সিমোন, লেভি, জুদাহ, দান, নাফতালি, গাদ, আশের, ইসসাচার, জেবুলুন, মেয়ে দিনাহ, জোসেফ (ইউসুফ আ.), বেনিয়ামিন।[১২] বারো পুত্র থেকে বৃদ্ধি পাওয়া বারোটি পরিবারই

৯. হিব্রু বাইবেল।

১০. Palestinian Academic Society for the Study of International Relations, CHME, p. 536.

১১. ইহুদি বাইবেল।

১২. Tribe of Israel।

বনি ইসরাইল নামে খ্যাত। এই বারোটি গোত্রের সবাই নিজেদের 'বনি ইসরাইল' নামে পরিচয় দেয়। সময় দীর্ঘায়িত হওয়ার সাথে সাথে এরা নানান ধর্মবিশ্বাসী হয়ে ওঠে। এভাবেই একটা সময় কেনান ভূখণ্ডটি পরিচিত হয় 'প্যালেস্টাইন' ও 'জুডা' নামক দুটো পৃথক রাজ্যে।

আসিরিয়দের হাতে খ্রিষ্টপূর্ব ৫৮৬ সালে জেরুজালেমের মহাপবিত্র ঘরটি ধ্বংস হওয়ার ফলে ইহুদিরা দিশেহারা হয়ে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে, যা ইতিহাসে Diaspora বা নির্বাসন নামে খ্যাত। শুরু হয় তাদের যাযাবর জীবন। তারা পৃথিবীর বুকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে জীবনযাপন করতে থাকে।

প্রায় দুহাজার বছরের যাযাবর জীবনের শেষ দিকে এসে ১৮৯৭ সালে থিওডর হার্জেলের নেতৃত্বে ইহুদিরা হারানো ভূমিকে Eretz Israel বা ইজরাইলের বাসভূমি কিংবা শুধু ইজরাইল নাম ব্যবহার করা শুরু করে। অবশেষে ১৯৪৮ সালে ফিলিস্তিনের বুকের যে অংশে তারা জোর করে ইহুদিরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে, তার নাম দেয় 'ইজরাইল'।

বাইবেল মতে ফিলিস্তিন বা কেনানীয় রাজ্যের সীমানা হলো– জর্ডান ও ভূমধ্যসাগরের মধ্যবর্তী অঞ্চল। বর্তমানে তা ইজরাইল, পশ্চিম তীর, লেবানন ও উপকূলীয় সিরিয়ার বিশাল ভূমি।[১৩]

ইজরাইলের ভৌগলিক অবস্থান

ভূমধ্যসাগরের দক্ষিণ-পূর্ব ও লোহিত সাগরের উত্তর তীরে দেশটির অবস্থান। এর পূর্বে জর্ডান ও ফিলিস্তিন অধ্যুষিত ভূমি পশ্চিম তীর, পশ্চিমে গাজা উপত্যকা, দক্ষিণ-পশ্চিমে মিশর, উত্তর সীমান্তে লেবানন এবং উত্তর-পূর্বে সিরিয়া অবস্থিত।

অন্য একটি মতানুযায়ী– ফিলিস্তিন, প্যালেস্টাইন, কেনান, জুদাহ, জুডা, জুদাই, ইজরাইল, কানান প্রত্যেকটি নামই একটি ভূমিকে নির্দেশ করে। মুসলিম ও খ্রিষ্টানদের নিকট এই ভূমি পুণ্যভূমি, কিন্তু ইহুদিদের নিকট প্রতিশ্রুত ভূমি। ভূখণ্ডটির দৈর্ঘ্য ১৫০ মাইল, প্রস্থ ১০০ মাইল। অর্থাৎ রাজ্যটি যে বিশাল ভৌগলিক এলাকা জুড়ে ছিল, এমনটা ধারণা করা যায় না।

২০০৮ সালের আদমশুমারি মোতাবেক দেশটির জনসংখ্যা ৭৪১২২০০ জন এবং ২০১৬ সালের এই সংখ্যা প্রায় ৮৫৪১০০০ জন।[১৪] যার মধ্যে ৬১ লাখ ইহুদি বাকিরা মুসলমান। জবরদস্তি করে প্রতিনিয়ত দেশটি তার সীমারেখা বৃদ্ধি করে যাচ্ছে। বর্তমানে দেশটির আয়তন ২২০৭২ বর্গ কি.মি.।

বর্তমানে জাতিসংঘের অধিভুক্ত ৩১টি রাষ্ট্র (মূলত মুসলিম) ইজরাইলকে রাষ্ট্র হিসেবে মেনে তো নেয়নি; বরং তারা মনে করে– দেশটি স্বাধীন রাষ্ট্র ফিলিস্তিনের বুকের ওপর জবর দখল করে বসে আছে।

---

১৩. Tubb, Jonathan N. (1998) Canaanites, University of Oklahoma Press, p.13.

১৪. Israel Central Bureau of Statistics